দৈনিক বাংলা

017

তারিখ 11 MAR 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবেঃ এরশাদ

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেছেন, বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়নকে এগিয়ে নিতে শিক্ষিত ও কারিগরী কর্মবাহিনী গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা একান্তই প্রয়োজন সে কারণেই জ্ঞানার্জনের পক্ষে অনুকূল শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

এরশাদ

(প্রথম পৃঃ পরঃ)

নিশ্চিত করা ছাড়া জাতি হিসেবে আমাদের আর কোন বিকল্প নেই।

প্রেসিডেন্ট শিক্ষকদেরকে দেশের ভবিষ্যত কর্মবাহিনী গড়ার কারিগর আখ্যায়িত করে তাদেরকে জ্ঞানের প্রসার ঘটাতে এবং শিক্ষা সঙ্গে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করার আহবান জানান।

বাসসর খবরে প্রকাশ, প্রেসিডেন্ট বৃহস্পতিবার ঢাকায় প্রেসিডেন্টের সচিবালয়ে আগত বিপুল সংখ্যক শিক্ষক এবং শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সদস্যদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখছিলেন। গত সংসদ নির্বাচনে দায়িত্ব পালনের পর তারা তাদের সংগঠনের চেয়ারম্যান হিসেবে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে এসেছিলেন।

অনুষ্ঠানে ধর্মমন্ত্রী ও ফেডারেশনের মহাসচিব মওলানা এম এ মান্নান, তেজগাঁও কলেজের অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমেদ, টিএন্ডটি কলেজের অধ্যক্ষ মুনীর আহমদ, হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজের অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক বেসরকারী স্কুল শিক্ষক ও সমিতির কর্মকর্তা ডাঃ সৈয়দ আহমদ ও মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির যুগ্ম-সচিব মওলানা বুহুল আমীনও বক্তব্য পেশ করেন।

প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক উপদেষ্টা কাজী জাফর আহমদ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষাঙ্গণে শীঘ্রই শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে আসবে বলে আশা ব্যক্ত করে প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, এ ব্যাপারে অভিভাবক, ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে উপলব্ধি এসেছে এবং রাজনীতি দেশ গঠন ও উন্নয়নের পক্ষে দাঁড়ানোর ফলে শিক্ষাঙ্গণের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসছে।

তিনি বলেন, সকল মত পার্থক্য সত্ত্বেও আমাদের জাতীয় স্বার্থকে সবার উপর স্থান দিতে হবে।

এ প্রসঙ্গে তিনি একশ্রেণীর নেতৃবৃন্দের প্রবণতায় দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে তারা তাদের বিভিন্ন উক্তির দ্বারা ও বিদেশী সংবাদ মাধ্যমে সাক্ষাৎকারের দ্বারা জাতীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ন করছেন।

তিনি বলেন, জাতীয় মর্যাদাকে জীবনের কোন কিছুর সঙ্গেই সমান করে দেখা চলে না। তিনি বলেন, এ ধরনের প্রবণতায় ব্যক্তির হীনমন্যতাবোধ এবং রাজনীতির দুর্বলতাই প্রমাণিত হয়।

নির্বাচনে সততার সঙ্গে নিজেদের দায়িত্ব পালনের জন্য শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সদস্যদের অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, এই দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তারা সাংবিধানিক গণতন্ত্রের স্বার্থ সমুন্নত রেখেছেন এবং দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার রূপায়নে এক সংকট অতিক্রমে সাহায্য করেছেন।

শিক্ষকদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির ব্যাপারে তার গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের উল্লেখ করেন।

তিনি জাতীয় সম্পদের সীমাবদ্ধতার মধ্যেও আগামীতে শিক্ষকদের জন্য আরো কিছু করতে সম্ভাব্য সকল সাহায্যের আশ্বাস দেন।

ধর্মমন্ত্রী মওলানা মান্নান বলেন সমাজের সবচেয়ে শিক্ষিত অংশ শিক্ষকরা বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের গুণাগুণ বিচার করে প্রেসিডেন্ট এরশাদের সঙ্গে রয়েছেন।